ভারত বন্‌ধে মিশ্র প্রভাব, চিন্তায় কেন্দ্র

পেট্রোপণ্যের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি, আকাশছোঁয়া দ্রব্য মূল্য ও অন্যান্য ইস্যুতে কংগ্রেস সহ ২২টি বিরোধী দলের ডাকা ভারত বন্‌ধে সোমবার মিশ্র প্রভাব পড়েছে নানা রাজ্যে। বিশেষ করে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশ, অসম, মহারাষ্ট্র স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। তামিলনাড়ুতে বস্ত্র শিল্পের সমস্ত কারখানা বন্ধ ছিল। বিশেষ করে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে বন্‌ধে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ভারত বন্‌ধের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া রাজ্য সচল ছিল।

এ রাজ্যে ভারত বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস। আলাদাভাবে বন্‌ধ ডেকেছিল বামদল। কিন্তু শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ঘোষণা করে যে তারা ইস্যুগুলিকে সমর্থন করলেও বন্‌ধকে সমর্থন করে না। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে ভারত বন্‌ধ কার্যত আংশিক হয়েছে। বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি চলেছে। হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনে রেল চলাচল দু-একটা ক্ষেত্র ছাড়া স্বাভাবিক ছিল। বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বন্‌ধ উদ্যোক্তাদের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তেলের দাম বৃদ্ধি ও টাকার পতন ঠেকাতে তিনি কোনও সুস্পষ্ট আশ্বাস দিতে পারেন নি ফলে ইস্যুগুলি রয়ে গেল।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

[সর্বধর্ম সমন্বয় কথা]

"সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। যেমন তোমরা কেউ গাড়ি, কেউ নৌকা, কেউ জাহাজ করে, কেউ পদব্রজে এসেছ, যার যাতে সুবিধা, আর যার যা প্রকৃতি সেই অনুসারে এসেছ। উদ্দেশ্য কে—কেউ আগে এসেছ, কেউ পরে এসেছ।

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়, অহঙ্কার ত্যাগ]

(কেশবের প্রভৃতির প্রতি)—"উপাধি যতই যাবে, ততই তিনি কাছে হবেন। উঁচু ঢিপিতে বৃষ্টির জল জমে না। খাল জমিতে জমে; তেমনি তাঁর কৃপাবারি, যেখানে অহঙ্কার, সেখানে জমে না। তাঁর কাছে দীনহীন ভাবই ভাল।"

"খুব সাবধানে থাকতে হয়, এমন কি কাপড়চোপড়েও অহঙ্কার হয়। পিলে রোগী দেখেছি কালাপেড়ে কাপড় পরেছে, অমনি নিধুবাবুর চঙ্গা গাইছে!"

"কেউ বুট পরেছে, অমনি মুখে ইংরাজী কথা বেরুচ্ছে।"

"সামান্য আধার হলে গেরুয়া পরলে অহঙ্কার হয়; একটু ত্রুটি হলে ক্রোধ, অভিমান হয়।"

[ভোগান্ত, ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ]

"ব্যাকুল না হ'লে তাঁকে দেখা যায় না। এই ব্যাকুলতা ভোগন্ত না হ'লে হয় না। যারা কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে আছে ভোগান্ত হয় নাই, তাদের ব্যাকুলতা আসে না।"

"ওদেশে হৃদয়ের ছেলে সমস্ত দিন আমার কাছে থাকত, চার-পাঁচ বছরের ছেলে। আমার সামনে এটা ওটা খেলা করত, এরকম ভুলে থাকত, চার-পাঁচ বছরের ছেলে। আমার সামনে এটা ওটা করত, একরকম ভুলে থাকত। যাই সন্ধ্যা হয়, অমনি বলে—মা যাব। আমি কত বলতুম—পায়রা দেব, এইসব কথা, সে ভুলত না; কেঁদে কেঁদে বলত—মা যাব। খেলা টেলা কিছুই ভাল লাগছে না। আমি তার অবস্থা দেখে কাঁদতুম।"

"এই বালকের মত ঈশ্বরের জন্য কান্না। এই ব্যাকুলতা। আর খেলা, খাওয়া কিছুই ভাল লাগে না।

দিনপঞ্জিকা

২৬ ভাদ্র, ভাঃ ২১ ভাদ্র, **১২ সেপ্টেম্বর**, ২৬ ভাদ্, সংবৎ ৩ ভাদ্রপদ সুদি, ১ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৩। **বুধবার**, তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৬।৪৯ মিঃ। চিত্রানক্ষত্র শেষ রাত্রি ঘ ৪।৫৫ মিঃ। শুক্রযোগ দিবা ঘ ৮।৫৮ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ৭।২৭ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ৬।৪৯ গতে বনিজকরণ। **জন্মে**– কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শুদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাষ্টু ঘ ৫।২৭ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৫৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**– দোষনাই। **যোগিনী**– অগ্নিকোণে, রাত্রি ঘ ৬।৪৯ গতে নৈর্ঋতে। **কালবেলাদি** ঘ ৮।৩০ গতে ১০।২ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।৬ মধ্যে। **কালরাত্রি**–ঘ ২।৩০ গতে ৩।৫৮ মধ্যে। **যাত্রা**– নাই। **শুভকর্ম্ম**– (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢাদ্য) নামকরণ নিষ্ক্রমণ **মুখ্যান্নপ্রাশন** দীক্ষা দেবতাগঠন ক্রয়বানিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ প্রত্যূপজা শান্তিস্বস্তয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধানাস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারী নাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিটার নির্মাণ ও চালন। **বিবিধ**– তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ৬।৪৯ মধ্যে **মন্বন্তরা স্নানদানাদি ও অনধ্যায়। নির্ণয় সিদ্ধ মতে হরিতালিকা ব্রত।** অদ্য চতুর্থী তিথিতে চন্দ্রোদয় না হওয়ায় নষ্ট চন্দ্র দর্শন জনিত দোষ হইবে না। অদ্য কলকাতায় **চন্দ্রোদয়** দিবা ঘ ৭।৪৩ গতে এবং **চন্দ্রাস্ত** রাত্রি ঘ ৭।৫২ গতে। **মুং—হিজরি ১৪৪০ সাল আরম্ভ। লেখক বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবস** (১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্রীঃ) **অমৃতযোগ—** দিবা ঘ দিবা ঘ ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৫।২৬ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ১।৩৯ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৫৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৬ ভাদ্র, ভাঃ ২১ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর, ১ মহরম, ২৬ ভাদ্, উঃ ৫/২৪, অঃ ৫/৪১, বুধবার, তৃতীয়া রাঘ ৬/৪৮, সেহরী শেষ ৪/০১, ইফতার ৫/৪৮। **আরবী হিজরী ১৪৪০ সাল আরম্ভ। ইসলামি নববর্ষ।**

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ভারতে হোমিওপ্যাথির প্রবেশ ও তত্ত্ব ভিত্তিক প্রচার ও চিকিৎসা

ডা: আদিত্য নামহাতা
অনুলেখক - ব্রজগোপাল রায়

প্রায় ১৮০ বৎসর পূর্বে ১৮৩৫ খ্রী: পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং-এর পরোক্ষভাবে জড়ানোর সুবাদে ভারতে হোমিওপ্যাথির প্রবেশ লাভ করে। ইংরেজ শাসকগণ শাহ্ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা এবং মহারাজ রণজিৎ সিং-এর পীড়া এই দুই-এর যোগাযোগ ডা: হানিগবর্জ্জারের বিলাত হইতে আগমনের সূত্রপাত। ডা: হানিগবর্জ্জার ভারতে আসার পূর্ব্বে মহাত্মা হ্যানিম্যানের দর্শনাকাঙ্খায় প্যারিসে যান এবং মহাত্মা হ্যানিম্যানের নিকট তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি অনুধাবন করে ভারতে আসার পথে মাল্টা দ্বীপে রণজিৎ সিং-এর সেনাপতি ভেন্চুরার সঙ্গে দেখা হয় এবং লাহোরে আসেন। এরপর টমাস বেরিনি, এম.ডি. ১৮৬৩ খ্রীঃ ভারতে আসেন এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দত্ত বংশের রাজেন্দ্রনাথ দত্তকে হোমিওপ্যাথিতে দীক্ষিত করেন। এর কিছু পূর্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ও হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট হন। অধ্যাপক সরকারের বাড়িতে ডাঃ রাজেন্দ্র নাথ দত্তের চেষ্টায় এবং ডাঃ বেরিনির উপস্থিতিতে Morgan's Philosophy of Homoeopathy পাঠে তৎকালীন বাংলার সর্বপ্রধান চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথি গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ ডি এন রায়, প্রনদারঞ্জন বিশ্বাস হোমিওপ্যাথির শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। ডাঃ ইউনান্ চন্দ্রশেখর, কালী এম. কে. নাগ প্রভৃতি খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ এখনও জনমানসে বিদ্যমান।

এরপর হোমিওপ্যাথির তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে আসা যাক। 'শমং শম সমযেতি' এটাই হোমিওপ্যাথির মূলমন্ত্র। এটি সুধীসমাজ অপরিজ্ঞাত ছিলেন না কিন্তু এটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করার কৃতিত্ব মহাত্মা হ্যানিম্যানের। হোমিওপ্যাথির অপর এক নাম সদৃশবিধান চিকিৎসা। আর এর সম্পর্কে সম্পূর্ণজ্ঞান অর্জন করতে হলে ইহার আবিষ্কর্তার উপদেশ ও বাণী প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা কর্তব্য। ইহা এক অর্থে সম্পূর্ণ সরল চিকিৎসা পদ্ধতি ও ইহার তত্ত্ব সমূহ ও ব্যবহার সতত সুনির্দিষ্ট। মহাত্মা হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসানীতির আবিষ্কর্তা, সদৃশবিধানের আবিষ্কর্তা, ভেষজ প্রভিং-এর আবিষ্কর্তা, তেমনই জীবনী শক্তি, রোগশক্তি ও ভেষজশক্তির আবিষ্কর্তা। আবার তিনি চিরন্তাগ তার প্রকৃতি, তার উৎস এবং তার প্রতিবিধান ও প্রতিকারেও আবিষ্কর্তা। হোমিওপ্যাথির এক একটি তত্ত্ব এতই গভীর এতই বিস্তৃত যে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হতে পারে।

হোমিওপ্যাথিতে সূক্ষ্ম মাত্রার ঔষুধধারা রোগ আরোগ্য হয়। কেননা এ বিষয় জ্ঞাত হতে হলে

শক্তির বিকাশ বা শক্তির জ্ঞান থাকা দরকার, নচেৎ চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেউলিয়া হওয়া ছাড়া কোন রাস্তা নেই। প্রাচীনকালে বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, পরমানু নামক অতি সুক্ষ্মতম জড় পদার্থ এই জগৎ সৃষ্টির প্রধান কারণ। পরবর্ত্তীতে বিজ্ঞানীগণ পরমাণুকেও ইলেকট্রন বা আয়ন বা তড়িৎবিন্দু বা তড়িতানু। অর্থাৎ কতকগুলি ইলেকট্রনের সমষ্টিই পরমানু। এই ইলেকট্রন সকল শক্তির আধার এবং জগৎসৃষ্টির উপাদান। প্রত্যেক পরমানুর মধ্যে অসংখ্য ইলেকট্রন পাশাপাশি অবস্থান করছে। অথচ পরস্পরের গায়ে লাগে না বা এক সাথে মিশে যায় না। এদের বেগ অতিশয় বেশি, ইহারা আকাশে ছুটে বেড়ায়। কেহ বলেন বস্তু, কেহ বলেন শক্তি।

আবার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলছে, আত্মার আয়তন হচ্ছে কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান। এই আত্মা বা অনু সদৃশ চিন্ময় শক্তিটি আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।

শক্তি সম্বন্ধে ফার্ম্মাকোপিয়াতে বলা আছে তত্ত্ব শক্তি ২ রকম। জীব শক্তি, জড় শক্তি। জীব বা আত্মা হচ্ছে উৎকৃষ্ট শক্তি এবং জড় পদার্থ হচ্ছে নিকৃষ্ট শক্তির প্রকাশ। জড়বস্তু এবং শক্তি একই জিনিসের দুটি ভিন্ন অবস্থা। অর্থাৎ স্থিরভাবে থাকলে জড় আর ছোটাছুটি করলে তখন শক্তি। ইহা অলৌকিক। পদার্থ মাত্রই অতি সূক্ষ্মতম কণিকার গঠিত এবং সূক্ষ্মতম কণিকার গতির হার জড়বস্তু অপেক্ষা অনেক বেশি।

মহাত্মা হ্যানিম্যান সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষুধ ব্যবহার করে এই চিকিৎসার আবিষ্কার করেছেন। এজন্য আমরা হ্যানিম্যানকে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলি। পরমানুর ও পরমাণু আছে যাহাকে আমরা ইলেকট্রন বা আয়ন বা তড়িতানু বলে থাকি। পদার্থের বিভাজ্যগুণে প্রত্যেক পদার্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমানু সমূহে পরিণত হয়। এই সূক্ষ্ম পরমানু আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে এটা সর্বজন বিদিত।

অগ্নিনন ১১ অনুচ্ছেদ এবং পার্দবিকা ৬-৭-এর বলা আছে, ডায়নামিক শক্তি অর্থাৎ যে শক্তির বলে জোয়ার ভাটা হয়, পূর্ণিমা অমাস্যা হয় এটা কোন যান্ত্রিক শক্তি নয়, অর্থাৎ প্রকৃতি মানেই শক্তি। প্রকৃতিকে কে সৃষ্টি করেছেন, তার উত্তর জানা নেই। আবার উৎকৃষ্ট শক্তির সাহায্য ব্যতিত নিকৃষ্ট শক্তি কার্যকর হয় না।

এরপর শক্তি বিজ্ঞান ও তারল্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোক পাত করলে দেখা যাবে, ঔষুধের পরমানুর সমষ্টি বা অধিকমাত্রার ঔষুধ দ্বারা যে শক্তি প্রকাশিত হয় আমরা তাকে ওষুধের সাধারণ জড়ত্ব শক্তি বা মেকানিক্যাল ফোর্স বলে থাকি এবং ওষুধের পরমানু শক্তিঅতি সূক্ষ্মরূপে বিভক্ত হয়ে যে নূতন শক্তির বিকাশ হয় তাকে চলিতশক্তি বা ডায়নামিক ফোর্স বলি। ওষুধের প্রস্তুত প্রক্রিয়ার দ্বারা গুণের তারতম্য হয়। অর্থাৎ পরমানু বিভাজিত হইলে গুণেরও তারতম্য ঘটে থাকে। হোমিওপ্যাথি মতে, যে প্রকারে ঔষুধ তৈরি হয় তাহাতে ঔষুধের গুণের বৃদ্ধি হয়। দ্রাব্যের চূর্ণাবস্থায় বা সূক্ষ্মবিভাগে পরমানুর এক নতুনশক্তির বিকাশ ঘটে একেই মহাত্মা হ্যানিম্যান পোটেন্সি আখ্যা দিয়েছেন। এরপর যোগাকর্ষণ শক্তি, সংযোজিকা শক্তি এসবই তত্ত্ব শক্তির অন্তর্গত। ডাইলিটসন সম্বন্ধেও জানতে হবে। কোন রোগীকে কোন অবস্থায় কোন শক্তি প্রায়োগ করতে হবে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ডাক্তারবাবুর বিভিন্ন মত। এই শক্তি প্রয়োগ নিয়ে হোমিওপ্যাথি সৃষ্টির আদিকাল থেকে তর্ক চলে আসছে, যা আজও শেষ হয়নি। কোন পুকুরে কত বড় ঢিল ফেললে তার ঢেউ তীরে পৌঁছাবে' এটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক। বিচার ও ধৈর্য্যের দরকার। আমরা হোমিওপ্যাথির অ-আ-ক-খ না জেনে ২/৩ রকম ঔষধ দিচ্ছি, টনিক দিচ্ছি। রোগী সারছে—লোকে বাহবা দিচ্ছে কিন্তু কতবড় আত্মপ্রবঞ্চনা করছি, হয়তো নিজেও জানি না। পরিশেষে বলি ঈশ্বর রোগীকে রক্ষা করার ক্ষমতা দিন, তত্ত্ব বুঝে চিকিৎসা করার ক্ষমতা দিন আর হোমিওপ্যাথিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা দিন।

পশ্চিম ভারত ভ্রমণ কাহিনী

হরিমোহন দেববাণ
পর্ব ৮

যাইহোক, সোমনাথ থেকে আমাদের বাস ছাড়ল দুপুর একটায়। দিনরাত গাড়ি ছোটার পর আমরা সকাল ন'টায় হাজির হলাম উদয়পুরে। আশ্রয় হল 'হোটেল সোনিকায়' প্রকৃতির সৌন্দর্যে ভরা উদয়পুরকে বলে 'ঝিলো কি নগরী'। রাজস্থানের কাশ্মীর। আরাবল্লী পর্বত বেষ্টিত এই শহরটি নির্মাণ করেছিলেন মহারাণা উদয় সিং ১৫৫৯ সালে এবং তাঁর নামানুসারে এই শহরের নাম হয় উদয়পুর। উদয়পুরকে আবার সূর্যোদয়ের শহরও বলে। এগারটি প্রবেশদ্বারের মধ্যে এখনও পাঁচটি প্রবেশদ্বার দেখতে পাওয়া যায়, তারমধ্যে পূর্বদিকের দ্বারটিকে বলে 'সুরজ পোল', এছাড়া চাঁদ পোল, কিষণ পোল, উদয় পোল ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে আমরা বের হলাম উদয়পুর ঘুরতে। এখানে রাজমহল দেখার মতো। পিছোলা ঝিলের ধারে অবস্থিত ৩০.৪ মিটার উঁচু এবং ২৪৪ মিটার লম্বা এই রাজমহল নির্মাণ করেছিলেন মহারাণা উদয় সিং এবং পরে অন্য মহারাণারা এটি সম্পূর্ণ করেন। রাজমহল দুভাগে বিভক্ত। একটি মর্যাদা মহল আরেকটি জেনানা মহল। মর্যাদা মহলের মধ্যে শীশ মহল, কৃষ্ণ মহল, মোতী মহল ইত্যাদি ভবন আছে। আর জেনানা মহলে রং মহল, বাদল মহল ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর ভবন আছে, যেগুলি দর্শকদের আকর্ষণ করে। মহলের মধ্যে একটি সরকারী মিউজিয়াম আছে। ময়ূরচকের সৌন্দর্য তুলনীয় এবং এখানের কাঁচের কাজ দেখার মতো।

রাজমহল দেখে আমরা দেখতে এলাম পিছোলা ঝিল। ঝিলটি দৈর্ঘ্যে চার কিমি এবং প্রস্থে তিন কিমি। পিছোলা নামক এক গ্রামের নাম থেকে এর নাম হয় পিছোলা হ্রদ। এই ঝিলের মাঝে জগমন্দির ও জগ নিবাস নামে দুটি মহল আছে, যা অতি মনোরম। এই ঝিলে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা আছে, যা অতি মনোরম। নৌকা বিহারের টিকিট মাথা পিছু ১০০ টাকা। পিছোলা ঝিলে নৌকা বিহার করে আমরা এবার চুকলাম গোলাপবাগে। এটি শুধু উদয়পুরের নয় গোটা রাজস্থানের মধ্যে একটি বড় উদ্যান এবং অতি মনোরম। বাগানটি প্রায় ১১০ একর জমির উপর অবস্থিত। এটি নির্মাণ করেন মহারাণা সজ্জন সিং এবং তাঁর নামানুসারে বাগানটির নাম হয় "সজ্জন নিবাস বাগ"। এখানে একটি লাইব্রেরি আছে। এখানে ঢুকে দেখলাম বহুপ্রাচীন হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি এবং দুর্লভ বই। এখানে ট্রয়ট্রেনে ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে, টিকিটের মূল্য মাথা পিছু ২৯ টাকা। আমরা ট্রয়ট্রেনে চেপে খুব আনন্দ পেলাম। রাতটা উদয়পুরে কাটিয়ে পরের দিন সকালে চা খেয়ে বাসে উঠলাম সকাল আটটায়। যাত্রা—চিতোর। ওখানে আমরা সকাল দশটায় পৌঁছে গেলাম। চিতোরগড় ঘোরার জন্য অটো আছে, মাথাপিছু ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। আমরা অটোয় করে গড়টি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। গড়টি ১৮০ মিটার উঁচু একটি ছোট পাহাড়, যেটি প্রায় ৭০০ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, লম্বায় প্রায় ১৩ কিমি এবং চওড়া ৩ কিমি। চিতোরগড়ের রাজস্থানের গৌরব বলা হয়। চিতোরগড়ের স্থাপনা নিয়ে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, যেমন দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। আবার সপ্তম শতাব্দীতে চিত্রাহ-দ নৌর্য দ্বারা নির্মিত এই দুর্গটি 'চিত্রকূট' নামেও পরিচিত। মেবারের প্রাচীন মুদ্রাগুলিতে চিত্রকূট মুদ্রিত আছে। ১৫৬৭ সাল পর্যন্ত চিতোরগড় মেবারের রাজধানী ছিল। ১৩০৩ সালে আলাউদ্দিন খিলজি রাণী পদ্মিনীকে অপরহণ করার জন্য প্রথম চিতোর আক্রমণ করেন, কিন্তু রাণী জহরব্রত পান করে মৃত্যুবরণ করেন। এখানে পদ্মিনী মহলে রাণী দাঁড়ালে তাঁর ছবি পুকুরের জলে দেখা যেত এবং রাণা রতন সিংহের অনুমতিতে আলাউদ্দিন খিলজি পদ্মিনীর সেই ছবি দেখতেন, দুর্গে ঢুকতে গেলে সাতটি ফটক পার হয়ে যেতে হয়। সেগুলি হল (১) পাণ্ডব পোল, (২) ভৈরোঁ পোল, (৩) হনুমান পোল, (৪) গণেশ পোল (৫) যোধা পোল (৬) লক্ষ্মণ পোল এবং (৭) রাম পোল। ঘুরতে ঘুরতে আমরা মীরাবাঈ মন্দিরে হাজির হলাম। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পুজারি ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় কুর্কি গ্রামে। পিতার নাম রতন সিং রাঠোর। মেবারের রাজা রাণাসঙ্গের পুত্র ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি একজন সুগায়িকা ছিলেন। তাঁর রচিত গানগুলি মীরার ভজন নামে পরিচিত। শোনা যায়, রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঠানো বিষ তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় হজম করেছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন বেনারসের রাই দাস। শোন যায় তিনি দ্বারকায় এসে দ্বারকাধীশের মন্দিরে প্রবেশ করেন, তারপর আর তাঁকে দেখা যায় নি। মন্দিরের সামনে তাঁর গুরুদেব সন্ত রাই দাসের একটি ছত্র তৈরি করা আছে। ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ল ১২২ ফুট উঁচু বিজয় স্তম্ভ, যেটি রাণা কুম্ভ ১৪৫৮ থেকে ১৪৬৮ সালের মধ্যে নির্মাণ করেন। মালওয়ার সুলতান মহমুদ শাহ ও কুতুবুদ্দিন শাহকে পরাজিত করে তিনি এই বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। ১৫৮টি সিঁড়ি বেয়ে স্তম্ভের উপরে উঠতে হয়। স্তম্ভের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা আছে। স্তম্ভের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা আছে। স্তম্ভের উপর থেকে পুরো কেল্লা ও চিতোর শহর দেখা যায়। এটি শিল্পকলার এক অদ্ভুত নিদর্শন।

চিতোরগড় দুর্গের ভিতরে পশ্চিমপ্রান্তে একটি গম্বুজ এবং একটি ঘর আছে যাকে নৌলখা মহল বলে। এখানে রাজার কোষাগার ছিল, যাতে প্রায় নয় লক্ষ টাকা এবং সোনা রাখা হত। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখার জন্য এখানে একটি গুপ্ত ভান্ডারও ছিল। এখানে 'মহারাণা কুম্ভ মহল' পথটিকদের আকর্ষণ করে। এখানেই রাণী পদ্মিনী জহরব্রত পালন করেন। শোনা যায়, রাণা হামির প্রথম এই মহল নির্মাণ করেন। রাণা কুম্ভ এক জীর্ণোদ্ধার করেন, তাই এর নাম হয় কুম্ভ মহল। চিতোর থেকে খাওয়া দাওয়া করে বাস ছাড়ল বেলা দুটো নাগাদ। আমরা পুষ্করে পৌঁছালাম রাত সাড়ে নটায়। বহুদিনের স্বপ্ন ছিল প্রভাস আর পুষ্কর তীর্থে আসব। আমার সে স্বপ্ন সার্থক হল। রাতে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম। আজমীর থেকে ১১ কিমি দূরে আরাবল্লী পর্বতের মাঝে এই পবিত্র তীর্থ অবস্থিত। পুষ্করের পুণ্য সলিলে স্নান না করলে হিন্দুদের তীর্থযাত্রা সফল হয়। পদ্মপুরাণ থেকে জানা যায় ভগবান ব্রহ্মা যজ্ঞ করার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিলেন। ধ্যানস্থ অবস্থায় তাঁর হাত থেকে এক পদ্ম মাটিতে পড়ে যায় এবং যে তিন জায়গায় ফুলের পাপড়ি পড়ে সেখান থেকে জল নির্গত হতে থাকে। ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

ম্যায় শায়ের তো নেহি

১৯৭৩ সালের কথা সেই প্রথমবার নায়ক হল ঋষি কাপুর। আর চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করল ডিম্পল কাপাডিয়া। রাজ কাপুরের পরিচালনায় তৈরি হল 'ববি' ছবিখানি। একদিকে আনন্দ বক্সির গানের রচনা, সেই গনে সুরকারের দায়িত্ব পালন করলেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল। এই ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন গায়ক হিসাবে শৈলেন্দ্র সিং। এই ছবির সব গানগুলিই সুপার-ডুপার হিট হয়েছিল। আজও ববি ছবির গান মানুষের মনে রয়েছে। শৈলেন্দ্র সিং-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই ববি থেকেই। প্রত্যেক একের পর এক হিট গান শিল্পীর কণ্ঠে পেয়েছি। এমন একজন শিল্পীর কথা আজ গানের আসর থেকে হারিয়ে গেছে। মনে পড়ে যায় মোহন কুমার পরিচালিত জো-জাসুস ছবিটার কথা। রাজ কাপুর ও রাজেন্দ্র কুমার, জো জাসুসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। এই ছবিতে নায়ক ও গায়কের ভূমিকায় ছিলেন শৈলেন্দ্র সিং, নায়িকা ভাবনা ভাটি। রবীন্দ্র জৈন সুরে মাঝ-নদীতে নৌকা উপর গাইছিলেন গোরি গোরি জানা হামে কাহারে / ম্যায় ভি ইশারে / তুম ভি হামারে গানটি। দ্বৈত কণ্ঠে গানটি গাওয়া হয়েছিল। নারী কণ্ঠে ছিলেন লতা মঙ্গেশকর। মনে পড়ে যায় শ্যামল মিত্রের সুরে 'অজন্তা ধন্যবাদ' ছবির কথা। অপর্ণা সেন ময়য়া রায়চৌধুরী এই ছবিতে ছিলেন। নায়কের ভূমিকায় শৈলেন্দ্র সিং এবং এই ছবিতে গাইলেন 'নদী বলে সাগরের কাছে আসবো না, তা কি হয়'। এই ছবিতে মহম্মদ রফি, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন্দ্রর সিং কণ্ঠ দিয়েছিলেন। মনে পড়ে যায় শক্তি সামন্ত পরিচালিত 'অন্যায় অবিচার' ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তীর একটা নাল বাজিয়ে গান করছেন। গানটিতে কণ্ঠস্বরে ছিলেন শৈলেন্দ্রর সিং। গানের লাইন 'নাগর আমরা কাঁচা পিরিত পাকতে দিল না'। মনে পড়ে যায় 'ফুলের মে কভি এ্যায়সা হো যাতা হ্যায়'। গানটার কথা প্রমোদ চক্রবর্তী পরিচালিত তিনমূর্তি ছবিতে কিশোর কুমার শক্তি ঠাকুর, শৈলেন্দ্রর সিং গাইলেই এই পথ হোক বন্ধু। স্বপন চক্রবর্তীর সুরে মানদণ্ড ছবিতে অলকা ইয়াগনিক ও শিল্পী গাইলেন নমি তোমাকে প্রভু গানটি। 'অশান্তি, জাগির, নসিব, অমর-আকবর-অ্যান্টনি, লকেট, সম্রাট, পরবরিশ' প্রভৃতি ছবিগুলিতে তিনি কিশোর কুমারের সাথে স্বৈত কণ্ঠে গেয়েছিলেন। এখন তিনি থেকেও রয়েছেন অনেকদূরে।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিককোরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়